ইসলামী জীবন-ধারা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ মহিলার সাজ-সজ্জা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

ওষ্ঠাধর

প্রকৃতিগতভাবে মহিলার গোঁফ হয় না। কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে তা যদি হয়েই থাকে, তাহলে তা তুলে ফেলা বৈধ; যেমন এ কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

স্বামীর দৃষ্টি ও মন আকর্ষণের জন্য ঠোঁট-পালিশ (লিপিস্টক), গাল-পালিশ প্রভৃতি অঙ্গরাগ ব্যবহার বৈধ; যদি তাতে কোন প্রকার হারাম বা ক্ষতিকর পদার্থ মিশ্রিত না থাকে।[1]

প্রকাশ থাকে যে, কোন কোন প্রসাধন কোম্পানী গর্ভচ্যুত ভ্রূণ ও আরশোলা (তেলেপোকা) দ্বারা মেয়েদের প্রিয় অঙ্গরাগ ‘লিপিস্টক’ প্রস্তুত করে থাকে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ইন্টারনেটে প্রকাশিত খবরটি অনেকের অবিশ্বাস্য হলেও, তা কিন্তু সত্য। সুতরাং ঠসকী (ছলাকলাকারিণী) ও ভাবুনী (প্রসাধনপ্রিয়া) মা-বোনেরা সাবধান হবেন কি? নাকি সেই বরাঙ্গীর (সুন্দর দেহের অধিকারিণী) মত বলবেন- যে বরাঙ্গীর ঘরে আগুন লাগলে সে তার সাজ-সজ্জায় ব্যস্ত ছিল এবং এক মহিলা যখন তাকে বলল, ‘বরাঙ্গী লো, বরাঙ্গী! তোর ঘর পুড়ছে যে!’ তখন তার উত্তরে সে বলল, ‘পুড়ুকগে, আমার বরাঙ্গ তো পুড়েনি!’

ফুটনোট

[1]. ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৮২৯

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7880

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন